দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 06 JUL 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬

জগন্নাথ কলেজে উত্তেজনা অব্যাহত

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

জগন্নাথ কলেজ পরিস্থিতির উন্নতি হয় নাই। বুধবারের ঘটনার পর ডাঃ মিলন হলসহ ক্যাম্পাসের

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

জগন্নাথ কলেজ

(১ম পৃঃ পর)

বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ প্রহরা জোরদার করা হইলেও বিবদমান দুই ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা কমে নাই। বন্ধ কলেজে কতিপয় সন্ত্রাসী তরুণের আনাগোনা প্রায়শঃই দেখা যায়। বিশেষ করিয়া বুধবারের সন্ত্রাসী ঘটনার পর হইতে এলাকাবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক বৃদ্ধি পাইয়াছে। একটি সূত্র জানায়, বিভিন্ন সংগঠনের পরিচয় দিয়া ব্যবসায়ী, এমনকি ছোট দোকানীদের নিকট হইতেও চাঁদা আদায়ের ঘটনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। জগন্নাথ কলেজে দুই পক্ষের বন্দুক যুদ্ধের পর নিরাপত্তার অভাবে পার্শ্ববর্তী পোগেজ স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরাও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগিতেছে। একজন অভিভাবক মন্তব্য করিয়াছেন, জগন্নাথ কলেজে সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধ না হইলে এলাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হইয়া পড়িবে।

জগন্নাথ কলেজে সন্ত্রাসী ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ (আ-অ) কলেজ শাখা গতকাল কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্র সভার আয়োজন করে। সভায় বক্তাগণ বলেন, সাবেক প্রেসিডেন্ট ৪টি অস্ত্র রাখায় তাহার ১০ বৎসরের জেল হইয়াছে। অথচ অসংখ্য অস্ত্র নিয়া যাহারা প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করিতেছে তাহাদের গ্রেফতার পর্যন্ত করা হইতেছে না। সভায় জগন্নাথ কলেজের সন্ত্রাসী ঘটনায় ছাত্রদলের বিনয় সরকার বিনা, ইছাক, কাজল, সাগীর, জাহাঙ্গীর আলমকে দায়ী করা হয়।

এদিকে জগন্নাথ কলেজের সন্ত্রাসী ঘটনায় টোকাই আবদুর রহিম নিহত হওয়ায় শোক প্রকাশ করিয়া ছাত্রদল কলেজ শাখা গতকাল এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছে। বিবৃতিতে কলেজের সন্ত্রাসী ঘটনায় ছাত্রলীগের (আ-অ) নাজিবুল্লাহ হীরু, হেদায়েতুল ইসলাম স্বপন, গোলাম ফারুক, এমরান জাহাঙ্গীর প্রমুখকে দায়ী করা হয়।